মদ্যপানের বিরুদ্ধে ঐক্য

আমরা আনন্দের সাথে জানাচ্ছি, আইডিয়াস ফর ডেভলপমেন্ট বাংলাদেশে প্রথমবারের মত মদ্যপান বিরোধী প্রচারণা শুরু করতে যাচ্ছে। এই প্রচারণা হবে মূলত ফেসবুক ভিত্তিক এবং বাংলায় এর শিরোনাম **"মদ্যপানের বিরুদ্ধে ঐক্য"**। ইংরেজিতে এই ক্যাম্পেইনের নাম **United Against Alcohol**।

বাংলাদেশে বর্তমানে মাদকবিরোধী বিভিন্ন কার্যক্রম চালু রয়েছে। তবে আমরা খেয়াল করে দেখেছি মাদকবিরোধী এই কার্যক্রমগুলোতে কখনোই মদ'কে একটি মাদক হিসাবে গণ্য করা হয় না। আমরা মাদকবিরোধী যে সকল প্রচারণা সাধারণত দেখে থাকি, সেই প্রচারণাগুলোতেও মদ'কে একটি মাদক হিসাবে তুলে ধরা হয় না। ব্যাপারটা অনেকটা এরকম, মদ যেন মাদকের অন্তর্ভুক্ত নয়।

আমরা জানি না, মাদকবিরোধী এই সকল কার্যক্রমের সাথে যারা সরাসরি যুক্ত আছেন, তারা কেন মাদকের তালিকা থেকে মদ'কে চট করে বাদ দিয়ে দেন। অথচ বাংলাদেশ সরকার প্রণীত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের তালিকায় স্পষ্টভাবেই সকল প্রকার মদজাতীয় পানীয়কে দ্বিতীয় শ্রেণির মাদক হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। এই তালিকাতে অন্য যে সকল মাদককে দ্বিতীয় শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তার মধ্যে গাঁজা এবং ভাং অন্যতম।

অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে একটি ভার্চুয়্যাল থিঙ্ক ট্যাংক হয়ে আমরা কেন এই বিষয়টিকে প্রচারণার লক্ষ্য হিসাবে বেছে নিলাম।

এর উত্তর হল, আইডিয়াস ফর ডেভলপমেন্ট (আইএফডি) নামক এই থিঙ্ক ট্যাঙ্কটির মুল লক্ষ্য মানুষকে চিন্তা করতে উৎসাহিত করা। অতএব, যে সকল বিষয় মানুষকে চিন্তাশীল হতে বাধা প্রদান করে, আইএফডি সেই সকল বিষয়ের বিপক্ষে।

যেহেতু মদ এক ধরনের মাদক এবং যেহেতু সকল প্রকার মাদক মানুষের চিন্তাশক্তি বিনষ্ট করে, তাই আমরা সকল প্রকার মাদকের বিরুদ্ধে।

বর্তমানে প্রচলিত মাদকবিরোধী কার্যক্রমগুলোতে যদি মদকেও একটি মাদক হিসাবে তুলে ধরা হত এবং এর বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করা হত, তাহলে আমরা এই প্রচারণাটি চালু করতাম না।

কিন্তু বর্তমান মাদকবিরোধী প্রচারণাগুলোতে যেহেতু এই বিষয়টি অনুপস্থিত, সেহেতু আমরা অনেকটা বাধ্য হয়েই এই জনসচেতনতামুলক প্রচারণা কার্যক্রমে হাত দিয়েছি। আমাদের উদ্দেশ্য এই প্রচারণার মাধ্যমে জনসাধারণকে এটা মনে করিয়ে দেয়া, মদ মাদকের অন্তর্ভুক্ত। হেরোইন, ফেন্সিডিল, গাঁজা, আফিম প্রভৃতি মাদকের মত মদ'ও এক প্রকার মাদক। তাই আমাদের সবার উচিত অন্যান্য মাদকের পাশাপাশি মদ্যপানেরও বিপক্ষে থাকা।

তাই আমাদের স্লোগানঃ

মদ একপ্রকার মাদক। মদ এবং মাদক মানুষের চিন্তাশক্তি বিনষ্ট করে।

মদ এবং মাদক'কে না বলুন

বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে এই ধরনের একটি প্রচারণার প্রয়োজনীয়তা কতটুকু, তা নিয়েও অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন। বাংলাদেশ একটি মুসলিমপ্রধান দেশ এবং বাংলাদেশে মদ্যপান জাতীয় সংস্কৃতির অংশ নয়। তাই এই ধরনের একটি প্রচারণার যৌক্তিকতা কি?

হ্যা। মুসলিম প্রধান একটি দেশ হওয়ার কারণে বাংলাদেশে এখনো মদ্যপানকে নেতিবাচক হিসাবে গণ্য করা হয়। কিন্তু আমরা যদি এই বিষয়ে উদাসীন থাকি, তাহলে ধীরে ধীরে বাংলাদেশেও

মদ্যপানের সংস্কৃতি চালু হয়ে যাবে। এর একটি মুল কারণ বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা।

আমরা মনে করি বিশ্ব পর্যটন শিল্পে বাংলাদেশ একটি সম্ভাবনাময় দেশ এবং সঠিক পদক্ষেপ নিলে বাংলাদেশ ভবিষ্যতে বিশ্বে একটি অন্যতম পর্যটকপ্রিয় দেশ হিসাবে পরিচিতি লাভ করবে। তবে এই শিল্পের সম্ভাবনার সাথে সাথে এই শিল্পের ঝুঁকি নিয়েও আমাদেরকে ভাবতে হবে। তা না হলে পর্যটন শিল্পে আমরা হয়তো ঠিকই এগিয়ে যাব, কিন্তু তার বদলে আমরা হারাবো আমাদের দীর্ঘদিনের লালিত ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি। তাই আমাদের উচিত এখনই এই বিষয়ে সাবধান হওয়া।

বাংলাদেশে মদ্যপানের সংস্কৃতি যতটুকুই রয়েছে, তা হয়েছে মুলতঃ পাশ্চাত্যের প্রভাবের কারণে। পাশ্চাত্যের সবকিছুই ভাল, সবকিছুই অনুকরণীয় – এই ধরনের একটি ভুল ধারণা অনেকের মনেই রয়েছে। তবে তারা হয়তো জানেন না, আজ থেকে মাত্র একশ বছর আগে পাশ্চাত্যে মদ্যপানবিরোধী একটি সামাজিক আন্দোলন সাড়া জাগিয়েছিল।

টেম্পারেন্স আন্দোলন বা **Temperance Movement** নামের সামাজিক এই আন্দোলনটি শুরু হয়েছিল আজকের ইউএসএ বা আমেরিকাতে ১৮২০ সালে। পরবর্তিতে এই আন্দোলনটি ছড়িয়ে পড়ে ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশেও।

দশকের পর দশক সফল আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে ১৯২০ সালে আমেরিকার সংবিধানে অষ্টাদশ সংশোধনী যুক্ত হয় যার মাধ্যমে মদের উৎপাদন, বাজারজাতকরণ এবং এর পরিবহন সারা আমেরিকাতে নিষিদ্ধ করা হয়। এই নিষেধাজ্ঞা বজায় ছিল ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত। ১৯৩৩ সালে এই সংশোধনীটি বাতিল করা হয়।

অনেকে শুনে আশ্চর্য হবেন, আমাদের পাশ্ববর্তী দেশ ইন্ডিয়াতেও মদ্যপানের উপর একই ধরনের সাংবিধানিক নিষেধাজ্ঞা এখনো বজায় রয়েছে।

এই সাংবিধানিক নিষেধাজ্ঞা চালু রয়েছে সারা ভারত জুড়ে সংবিধানের আর্টিকেল ৪৭ এর মাধ্যমে। ইন্ডিয়ানদের পক্ষে আমেরিকানদের মত সংবিধানের এই ধারাটি বাতিল করা এতোটা সহজ নয়, কারণ সংবিধানে এই ধারাটি ইন্ডিয়ানরা যুক্ত করেছিল মহাত্মা গান্ধীর নীতিকে সম্মান জানিয়ে। ইন্ডিয়ানদের জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধী মদ্যপানবিরোধী ছিলেন এবং তিনি জীবনে কখনো মদ্যপান করেননি।

আইএফডি পরিচালিত মদ্যপানবিরোধী এই সামাজিক আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার জন্য আমরা সবাইকে আমন্ত্রণ জানাই। প্রাথমিক পর্যায়ে আপনারা আমাদের ফেসবুক পেজ ভিজিট করতে পারেন https://www.facebook.com/UnitedAgainstAlcohol লিঙ্কটির মাধ্যমে।

আপনি যদি আমাদের এই অবস্থান সমর্থন করেন, তাহলে পেজে লাইক দিন এবং অপরের সাথে পেজটি শেয়ার করুন। অপরকেও এই আন্দোলনে যুক্ত হতে উৎসাহিত করুন। পেজটি আমরা নিয়মিত আপডেট করব নতুন নতুন তথ্যের মাধ্যমে।

সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা।

মাবরুর মাহমুদ
প্রতিষ্ঠাতা, আইএফডি
ডিসেম্বর ৩১, ২০১৫